গাংনীতে প্রতারক আটক

আভিনব কায়দায় টাকা হাতিয়ে নেওয়ার সময় হাতেনাতে এক প্রতারককে আটক করেছে মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশ। মঙ্গলবার সকাল ১১টায় গাংনী পাইলট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে তাকে আটক করা হয়।
আটককৃত হলো ফরিদপুরের মুকছুদপুর থানার বরুইহাট গ্রামের বারি শিকদারের ছেলে লিটন শিকদার (৪০)।
পুলিশ সুত্রে প্রকাশ, কিছুদিন ধরে অভিযুক্ত লিটন শিকদার মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামের মৃত কফিল উদ্দিনের ছেলে জানবার আলিকে নাম মাত্র মুল্যে মাটি খুড়ে পাওয়া স্বর্ন দেবে বললে সে রাজি হয়ে যায়। এদিকে বিষয়টি জানতে পেরে জানবরের সন্তানরা প্রতারককে ধরতে কৌশল করে।
ঘটনারদিন আগে থেকে পরিকল্পনা করে গাংনী থানা পুলিশের সহযোগিতায় লিটন শিকদারকে আটক করে। এসময় লিটন শিকদারের নিকট থেকে পাঁচশত টাকার দুটি আসল নোট এবং ঐ নোট দিয়ে ঢেকে রাখা কাগজের বান্ডিল পাওয়া যায়।
গাংনী থানার ওসি তদন্ত সাজেদুল ইসলাম বলেন, আমার তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আর কেউ জড়িত আছে কিনা জানার চেষ্টা করছি।

- গাংনী প্রতিনিধি

গাংনীতে পৃথক দুর্ঘটনায় আহত ৩

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পৃথক স্থানে পৃথক দুর্ঘটনায় নারীসহ তিন জন আহত হয়েছে। আহতরা হলো গোপালনগর গ্রামের অটো চালক ওয়াহেদ (৬২), আলেপের মেয়ে হোসনে আরা (২৫) ও নওপাড়া গ্রামের মৃত ইয়াকুবের ছেলে জয়নাল।

গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে গাংনী-হাটবোয়ালিয়া রোডের র্যাব ক্যাম্পের সামনে একটি অটোগাড়ি সামনে থাকা আলগামনকে ধাক্কা দিলে অটোগাড়ির চালকসহ হোসনে আরা নামের ঐ যাত্রি আহত হয়। এতে চালকের পায়ে জখম হয় ও নারী যাত্রীর মাথায় ও দেহের বিভিন্ন স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হয়।

এদিকে একই উপজেলার নওপাড়া গ্রামে জয়নাল গমের হপারে ফিতা পরাতে গেলে অসাবধানতা বশত হাত মেশিনের ভিতর চলে গেলে হাতের দুটো আঙ্গুল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা আহতদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরতা চিকিৎসক আহত জয়নালকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজে রেফার্ড করেন।

বাকীরা গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

- গাংনী প্রতিনিধি

গাংনীতে পৃথক দুর্ঘটনায় আহত ৩

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পৃথক স্থানে পৃথক দুর্ঘটনায় নারীসহ তিন জন আহত হয়েছে। আহতরা হলো গোপালনগর গ্রামের অটো চালক ওয়াহেদ (৬২), আলেপের মেয়ে হোসনে আরা(২৫) ও নওপাড়া গ্রামের মৃত ইয়াকুবের ছেলে জয়নাল।

সোমবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে গাংনী-হাটবোয়ালিয়া রোডের র্যাব ক্যাম্পের সামনে একটি অটোগাড়ি সামনে থাকা আলগামনকে ধাক্কা দিলে অটোগাড়ির চালকসহ হোসনে আরা নামের ঐ যাত্রি আহত হয়। এতে চালকের পায়ে জখম হয় ও নারী যাত্রির মাথায় ও দেহের বিভিন্ন স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হয়।

এদিকেএকই উপজেলার নওপাড়া গ্রামে জয়নাল গমের হপারে ফিতা পরাতে গেলে অসাবধানতাবশত হাত মেশিনের ভিতর চলে গেলে হাতের দুটো আঙ্গুল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা আহতদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরতা চিকিৎসক আহত জয়নালকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজে রেফার্ড করেন। বাকিরা গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে।
-গাংনী প্রতিনিধি

মেহেরপুরে গাছ ব্যাবসায়ী ও করাত কল মালিকদের রোষানলে হারিয়ে যাচ্ছে তাল গাছ

তাল গাছ। পরিবেশ ও প্রকৃতির বন্ধু শুধু নয়। মানুষের কল্যাণে এর জুড়ি নেই। তালগাছ নিয়ে রচিত হয়েছে অনেক কবিতা ও গান।

তাল গাছের সুমিষ্ট ফল দেয়া ছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে মানুষকে। বর্তমান সরকার তাল গাছ রোপণের উপর জোর দিলেও এক শ্রেণির লোকজন তাল গাছ কাটার মহোৎসবে মেতে উঠেছে। নানা কারণ দেখিয়ে রাস্তার পাশের ও ব্যাক্তি মালিকানাধিন তালগাছ কেটে বিভিন্ন করাত কলে বিক্রি করছে।

সরেজমিনে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, বন ও পরিবেশ রক্ষা ছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকার তাল গাছ রোপণ করছেন। অপরদিকে বিভিন্ন এলাকায় তালগাছ কাটছেন করাত কলের মালিক ও কাঠ ব্যবসায়িরা। অনেকেই বিক্রি করছেন বিভিন্ন ইট ভাটায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, তাল ও নারিকেল গাছ দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও বজ্রপাত প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্য রক্ষা ও শোভা বর্ধনে তাল ও নারিকেল গাছের জুড়ি মেলেনা। এক সময় বিভিন্ন সড়ক ও মহা সড়কের পাশে সারি-সারি তাল গাছ শোভা পেতে দেখা গেছে। এখনও দু’একটা তাল গাছ গ্রাম-গঞ্জের ঝোপ-ঝাড়ে দেখা গেলেও তা রক্ষায় সরকারি ভাবে নেই তেমন উদ্যোগ। অতীতে অপরিচিত মানুষের বাড়ি, জমি, পুকুর, মাঠ, মসজিদ, মাদরাসা, স্কুল, কলেজসহ বিভিন্ন স্থান দেখানোর জন্য বলা হতো উচুঁ ওই তাল গাছ টার পাশে।

এমনকি সরকারি বা বে-সরকারি ভাবে নানা দিক নির্দেশনার ক্ষেত্রেও তাল গাছের সহায়তা নেওয়া হতো। তালের পিঠা, তালের গুড়, তালের রস, সব মানুষের খুব মজাদার খাবার। বিশেষ করে অতীত সময় গুলোতে গ্রাম-বাংলায় তালের পিঠা ছাড়া আত্বীয়তা কল্পনাই করা যেত না। এছারা তাল গাছের পাতা দিয়ে তৈরী হয় নানা রকমের হাত পাখাও। ক্রমশই তাল গাছ

হারিয়ে যাওয়ায় গ্রামীণ পরিবার গুলোতে নেই সেই তালের পিঠার অস্তিত্ব।

সরকারি ভাবে সঠিক নজরদারির অভাবে অযত্ন-অবহেলা ও গুরুতের অভাবে তাল গাছ কাটা হচ্ছে। যেভাবে তাল গাছ কাটা হচ্ছে, সেই ভাবে তালগাছ রোপন করা হচ্ছেনা বলে অভিযোগ বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দাদের।

স্থানীয়রা জানান, তালগাছ কেটে ফেলার কারণে এলাকাবাসির অভিযোগের প্রেক্ষিতে স্থানীয় প্রশাসন গাংনীর গাড়াডোব এলাকায় তালগাছ কাটার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এবং কোনো করাত কলে তাল নারিকেল গাছ ফাড়াই করা নিষেধ করেন। গাছ ব্যাবসায়ীরা তাল গাছ বেচা-কেনা কয়েক সপ্তাহের জন্য বন্ধ রাখার পর প্রশাসনের নিষেধকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে স্থানীয় গাছ ব্যাবসায়ীরা তাল ও নারিকেল গাছ বেচাকেনার উৎসবে মেতে উঠেছেন।

বিভিন্ন গ্রাম থেকে তাল ও নাারিকেল গাছ কেটে নিয়ে আসছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াডোব বাজারের লালা বিশ্বাস ও চপল বিশ্বাসের করাত কলে। সেখানে দেদারছে ফাড়াই করা হচ্ছে তাল ও নারিকেল গাছ। আসবাবপত্রের উপকরণ তৈরী করছেন ও ইটভাটায় বিক্রি করছেন ব্যাবসায়ীরা।

এব্যাপারে গাংনী উপজেলা ফরেস্টার অফিসার হামিম হায়দার জানান, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে তারা কি কারনে তাল ও নারিকেল গাছ ফাড়াই করছেন তা সঠিক ভাবে জানা নেই। তিনি আরো বলেন, চপল বিশ্বাসের করাত কলে কিছু গাছ মজুদ ছিলো, সে গুলি ফাড়াই করার পর আর নতুন করে তাল ও নারিকেল গাছ ফাড়াই করবে না বলে জানান এ কর্মকর্তা।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান জানান, তাল ও নারিকেল গাছ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার স্বার্থে তা রক্ষা করা অত্যান্ত জরুরী। যারা এসকল গাছ কাটা ও ফাড়াই করার সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যাবস্থা নেয়া হবে। সেই সাথে স্থানীয় ব্যাক্তিদেরও এ সকল গাছ গাছালির রক্ষণাবেক্ষণ ও তাল নারিকেল গাছ রোপন বৃদ্ধিতে জনসচেতনতা সৃষ্টি করার পাশাপাশি সরকারি অর্থয়নে অনেক সড়কের পাশে তালগাছ রোপন করা হয়েছে।

-গাংনী প্রতিনিধি

গাংনীতে ২২ বিঘা জমি দখলের চেষ্টা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের সাত্তারের ছেলে আরিফ হোসেন, আনছার আলীর ছেলে সাজেদুল ইসলাম ও ভোলারদাড় গ্রামের রিয়াজ উদ্দিনের ছেলে কালামের নেতৃত্বে ১৫ থেকে ২০ জন মিলে ২২বিঘা জমির দখলের চেষ্টায় কলাই কেটে নিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

গত বৃহস্পতিবার ভোরে সাজেদুল ও কালামের নেতৃত্বে ক্ষেতের কলাই কেটে নিয়ে গেছে বলে জানান ভুক্তোভোগি গাংনীর মৃত ইয়াকুব মোল্লার ছেলে জাকির হোসেন ও গাড়াডোব হঠাৎপাড়ার মৃত পাঞ্জাব আলি বিশ্বাসের ছেলে আবেদুল হক। আনুমানিক আড়াই লাখ টাকার ফসল কর্তন করে প্রতিপক্ষরা নিয়ে যায় বলে তারা অভিযোগ করেন।

উপজেলার বালিয়াঘাট, ব্রজপুর গ্রামের জনৈক মৃত রজব আলী, রহমান বিশ্বাস, হারেজ বিশ্বাসের নামে রামনগর মৌজায় তাদের নামীয় আর এস খতিয়ান ১৭২, ১২৮৩, ১৭৩ ও ৩৫২, আর এস দাগ নং ২৯৫৬, ৩২৭১, ২৯৫৮, ৩১৫৮ এই দাগে ৯ একর ১৪ শতক জমি হারেজ আলীর ওয়ারিশ ইনতাদুল হকের নামে প্রচলিত আছে বলে জানান ভুক্তোভোগিরা ।

ভুক্তোভোগি জাকির হোসেন জানান, দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের রেকর্ডীয় সম্পত্তিতে ফসল চাষ করলে উপজেলার রামনগর গ্রামের সাজেদুল ইসলাম ও কালামের নেতৃত্বে মোবারক মন্ডলের ছেলে আবুল কাশেম, আজিজুল ইসলামের ছেলে আমজাদ হোসেন, হামিদুল ইসলাম, আব্দুল সাত্তারের ছেলে আরিফ হোসেন, আফসার আলীর ছেলে নাজিমুদ্দিন চৌকিদার, মল্লিক মিয়ার ছেলে আফফান আলী, মনজেত কামারের ছেলে আব্দুল মান্নান, সমের আলীর ছেলে সমসের আলী, চাঁদ চৌকিদারের ছেলে আব্দুল বারী, ইয়াছিন আলীর ছেলে কামাল হোসেন, নিয়াত আলির ছেলে আব্দুল ছাত্তার ও তার ছেলে আশরাফুল ও আবদুল, কলিমদ্দিনের ছেলে আলমগীর, আবুল কাশেমের ছেলে রবকুল, আনছারের ছেলে সাজেদুল, মোফাজ্জেল মিয়ার ছেলে লাভলু, আফ্ফানের ছেলে কুদরত, শরিফুল ও ইনতাজ, খইমদ্দিনের ছেলে মন্টু, হাশেম আলির ছেলে লালন, আমজাদের ছেলে মামুর এবং শমসেরের ছেলে রুবেল প্রতিদিন রাতে ফসল তসরুপাত ও ফসল চুরি করে কেটে নিয়ে যায়।

এর প্রতিবাদ করলে তারা হত্যার হুমকি দিয়ে আসছে।

ভুক্তোভোগিরা আরও বলেন, আমাদের জমি সাজেদুল ও কালাম গংদের গ্রামে এবং বাড়ীর পাশে হওয়ায় প্রতিবার তারা জমির ফসল কর্তন ও জমির উপর নানা প্রকার অত্যাচার করেন। ফসল কাটার বিষয়টি নিষেধ করলে তারা হত্যার হুমকি দিয়ে বলে, এটা সরকারী খাস জমি এই জমিতে আসলে খবর আছে।

ফসল কর্তন ও জমির উপর নানা অত্যাচারের কারণে ইতিপৃর্বে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ করা হয় বলে জানান ভুক্তোভোগিরা। অভিযোগের ভিত্তিতে উভয় পক্ষকে নোটিশ করে বিষয় নিয়ে শুনানী ও তদন্ত হয়।

তদন্তে বিনিময় দলিল, ভিপি অবমুক্তিপত্র আর এস রেকর্ড আনুসাঙ্গীক কাগজপত্র বিবেচনা করে নালিশী জমিতে আরএস রেকর্ডীয় মালিকগণের স্বত্ত¦ বিদ্যমান থাকায় এ বিষয়ে গাংনী থানায় উভয় পক্ষে ৩শ’ টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করে আপোষ মিমাংসার পরিপ্রেক্ষিতে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ১১জুলাই ২০১৯ইং তারিখে স্মারক নম্বর ০৫.৪৪.৫৭৪৭.০০০.০৪.০১৭.১৯- নিদের্শ দেন তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিষ্ণু পদ পাল।

গাংনী থানার তৎকালীন ওসি হরেন্দ্রনাথ সরকার উভয় পক্ষকে গাংনী থানায় ৩শ’ টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করত আপোষ মীমাংসায় কোন ধরণের ফসল কর্তন বা অত্যাচার করবে না মর্মে অংগীকারবদ্ধ করেন।
সে অঙ্গিকার ভঙ্গ করে সাজেদুল ও কালাম গংরা আবারও বৃহস্পতিবার ভোরে ২২বিঘা জমিতে থাকা কলাই ক্ষেত জোর করে কেটে নিয়ে গেছে।

এ ব্যপারে গাংনী থানায় অভিযোগ করলে ওসি ওবাইদুর রহমান উভয় পক্ষকে নিয়ে শালিস করে ক্ষেতের কলাই ফেরত দেওয়ার জন্য সাজেদুল ও কালাম গংদের নির্দেশ দেন। এ নির্দেশনার পরও তারা ফসল এখন পর্যন্ত ফেরত দেয়নি বলে জানান ভুক্তোভোগিরা।
জানতে চাইলে গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান বলেন, অভিযোগ পেয়েছি বিষয়টি গভীরভাবে তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

এব্যাপারে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান বলেন, জমির মীমাংসার বিষয়ে অবগত নই। তবে আগের কর্মকর্তা যদি ফসল কর্তন

বা ফসল তসরুপাত করবে না মর্মে আপোষ মীমাংসার নির্দেশ দিয়ে থাকে এবং আবারও যদি কেউ ফসল কর্তন করে তাহলে বিষয়টি তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

- গাংনী প্রতিনিধি

আমতৈল মানিকদিয়া গ্রামের আহত আরফান বাকশক্তি ও দৃষ্টি শক্তিও হারাতে বসেছে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার আমতৈল মানিকদিয়া গ্রামে আহত আরফান বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে বলে জানিয়েছে কুষ্টিয়া সরকারি মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক।

তিনি রোগীর স্বজন উজ্জলকে আরও জানিয়েছেন তার ঘাড়ে ও গোপনাঙ্গের শীরাতে মারাত্মক আঘাত হওয়ার কারণে শুধু বাকশক্তিই নয় ধীরে ধীরে তার দৃষ্টি শক্তিও হারাতে পারে।
এর আগে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আহত আরফানের অবস্থার উন্নতি না হলে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। সেখানে একদিন রাখার পর চিকিৎসক আরফানের অবস্থার কোন ভাল খবর দিতে পারেনি।

গতকাল রবিবার কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক আরফানের উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন বলে জানান আরফানের স্বজনরা।

গত শনিবার দু’পরিবারের শিশুদের ভুত ভুত খেলা নিয়ে বাকবিতর্কতা শুরু হলে এক পর্যায়ে সংঘর্ষে রুপ নেয়। এতে ঐ গ্রামের সাইফুন মাঠ পাড়ার আবুল কালামের ছেলে আরফানকে আদম ও তার স্ত্রী কল্পনা এবং আদমের ছোটভাই কদম সহ পরিবারের আরও অনেকে বাঁশ রড ইট দিয়ে আঘাত করে মারাত্মক ভাবে জখম করে।

এ দিকে আরফানের স্বজন উজ্জল সাংবাদিকদের মোবাইল ফোনে বলেন

আরফানকে আহত করার পর তার স্ত্রী বেলি খাতুনকেও মেরে ফেলার জন্য খুজতে থাকে। যার ফলে বেলি খাতুন ঘটনার দিন গা ঢাকা দিয়ে রবিবার ভোরে তার স্বামীর কাছে চলে যায়।

- গাংনী প্রতিনিধি

গাংনীতে জোর পূর্বক ২২ বিঘা জমির কলাই কেটে নেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের আনছার আলীর ছেলে সাজেদুল ইসলাম ও ভোলারদাড় গ্রামের রিয়াজ উদ্দিনের ছেলে কালামের নেতৃত্বে ১৫ থেকে ২০ জন মিলে কৃষকের ২২বিঘা জমির কলাই জোর পূর্বক কেটে নিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

বৃহস্পতিবার ভোরে সাজেদুল ও কালামের নেতৃত্বে ক্ষেতের কলাই কেটে নিয়ে গেছে বলে জানান ভুক্তোভোগি গাংনীর মৃত ইয়াকুব মোল্লার ছেলে জাকির হোসেন ও গাড়াডোব হঠাৎপাড়ার মৃত পাঞ্জাব আলি বিশ্বাসের ছেলে আবেদুল হক।

আনুমানিক আড়াই লাখ টাকার ফসল কর্তন করে প্রতিপক্ষরা নিয়ে যায় বলে তারা অভিযোগ করেন।
উপজেলার বালিয়াঘাট,ব্রজপুর গ্রামের জনৈক মৃত রজব আলী,ও রহমান বিশ্বাস,হারেজ বিশ্বাসের নামে রামনগর মৌজায় তাদের নামীয় আর এস খতিয়ান ১৭২, ১২৮৩, ১৭৩ ও ৩৫২,আর এস দাগ নং ২৯৫৬, ৩২৭১, ২৯৫৮, ৩১৫৮ এই দাগে ৯ একর ১৪ শতক জমি হারেজ আলীর ওয়ারিশ ইনতাদুল হকের নামে প্রচলিত আছে বলে জানান ভুক্তোভোগিরা ।
ভুক্তোভোগি জাকির হোসেন জানান, দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের রেকর্ডীয় সম্পত্তিতে ফসল চাষ করলে

উপজেলার রামনগর গ্রামের সাজেদুল ইসলাম,ও কালামের নেতৃত্বে মোবারক মন্ডলের ছেলে আবুল কাশেম,আজিজুল ইসলামের ছেলে আমজাদ হোসেন,হামিদুল ইসলাম,আঃ সাত্তারের ছেলে আরিফহোসেন,আফসার আলীর ছেলে নাজিমুদ্দিন চৌকিদার, মল্লিক মিয়ার ছেলে আফফান আলী, মনজেত

কামারের ছেলে আব্দুল মান্নান, সমের আলীর ছেলে সমসের আলী, চাঁদ চৌকিদারের ছেলে আব্দুল বারী, ইয়াছিন আলীর ছেলে কামাল হোসেন, নিয়াত আলির ছেলে আঃ ছাত্তার ও তার ছেলে আশরাফুল ও আবদুল, কলিমদ্দিনের ছেলে আলমগীর, আবুল কাশেমের ছেলে রবকুল, আনছারের ছেলে সাজেদুল, মোফাজ্জেল মিয়ার ছেলে লাভলু, আফ্ফানের ছেলে কুদরত, শরিফুল ও ইনতাজ, খইমদ্দিনের ছেলে মন্টু, হাশেম আলির ছেলে লালন, আমজাদের ছেলে মামুর এবং শমসেরের ছেলে রুবেল প্রতিদিন রাতে ফসল তসরুপাত ও ফসল চুরি করে কেটে নিয়ে যায়। এর প্রতিবাদ করলে তারা হত্যার হুমকি দিয়ে আসছে।

ভুক্তোভোগিরা আরও বলেন, আমাদের জমি সাজেদুল ও কালাম গংদের গ্রামে এবং বাড়ীর পাশে হওয়ায় প্রতিবার তারা জমির ফসল কর্তন ও জমির উপর নানা প্রকার অত্যাচার করেন।

ফসল কাটার বিষয়টি নিষেধ করলে তারা হত্যার হুমকি দিয়ে বলে,এটা সরকারী খাস জমি এই জমিতে আসলে খবর আছে।

ফসল কর্তন ও জমির উপর নানা অত্যাচারের কারণে ইতিপৃর্বে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ করা হয় বলে জানান ভুক্তোভোগিরা। অভিযোগের ভিত্তিতে উভয় পক্ষকে নোটিশ করে বিষয় নিয়ে শুনানী ও তদন্ত হয়।

তদন্তে বিনিময় দলিল,ভিপি অবমুক্তিপত্র আর এস রেকর্ড আনুসাঙ্গীক কাগজপত্র বিবেচনা করে নালিশী জমিতে আরএস রেকর্ডীয় মালিকগণের স্বত্ত¦ বিদ্যমান থাকায় এ বিষয়ে গাংনী থানায় উভয় পক্ষে ৩শ’ টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করে আপোষ মিমাংসার পরিপ্রেক্ষিতে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ১১জুলাই ২০১৯ইং তারিখে স্মারক নম্বর ০৫.৪৪.৫৭৪৭.০০০.০৪.০১৭.১৯- নিদের্শ দেন তৎকালিন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিষ্ণু পদ পাল।

গাংনী থানার তৎকালীন ওসি হরেন্দ্রনাথ সরকার উভয় পক্ষকে গাংনী থানায় ৩শ’ টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করত আপোষ মিমাংসায় কোন ধরণের ফসল কর্তন বা অত্যাচার করবেনা মর্মে অংগীকারবদ্ধ করেন।

সে অঙ্গিকার ভঙ্গ করে সাজেদুল ও কালাম গংরা আবারও বৃহস্পতিবার ভোরে ২২বিঘা জমিতে থাকা কলাই ক্ষেত জোর করে কেটে নিয়ে গেছে।

এ ব্যপারে গাংনী থানায় অভিযোগ করলে ওসি ওবাইদুর রহমান উভয় পক্ষকে নিয়ে শালিস করে ক্ষেতের কলাই ফেরত দেওয়ার জন্য সাজেদুল ও কালাম গংদের নির্দেশ দেন।

এ নির্দেশনার পরও তারা ফসল এখন পর্যন্ত ফেরত দেয়নি বলে জানান ভুক্তোভোগিরা।

জানতে চাইলে গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান বলেন, অভিযোগ পেয়েছি বিষয়টি গভীরভাবে তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

এব্যাপারে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান বলেন, জমির মিমাংসার বিষয়ে অবগত নই।

তবে আগের কর্মকর্তা যদি ফসল কর্তন বা ফসল তসরুপাত করবে না মর্মে আপোষ মিমাংসার নির্দেশ দিয়ে থাকে এবং আবারও যদি কেউ ফসল কর্তন করে তাহলে বিষয়টি তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

- গাংনী প্রতিনিধি

গাংনীর পল্লীতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একজনকে পিটিয়ে জখম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার আমতৈল গ্রামে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক যুবককে পিটিয়ে মারাত্মক জখম করেছে বলে জানা গেছে।

শনিবার সন্ধ্যা রাতে ঐ গ্রামের সাইফুন মাঠ পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। আহত যুবক ঐ গ্রামের আবুল কালামের ছেলে আরফান (৩২)।

আহতের পরিবার সুত্রে জানা যায়, ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময় আহত আরফানের জমজ দুই মেয়ে প্রতিবেশি আদম এর বাড়ির উপর দিয়ে নিজেদের বাড়ি ফিরছিল।

এমন সময় আদমের ১০ বছর বয়সি এক মেয়ে জমজ দুই বোনকে ভুতের ভয় দেখালে তারা আতংকিত হয়ে তারা তার মাকে জানালে তাদের মা ঐ মেয়েকে বারণ করে।

এতে করে ঐ মেয়ের মা আদমের স্ত্রী কল্পনা খারাপ ভাষায় কথা বললে আহত আরফানের স্ত্রীর সাথে বাকবিতন্ডা শুরু হয়। তাদের বাকবিতন্ডার কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে আদম ছুটে এসে আরফানের স্ত্রীকে মারধর শুরু করে।

এ সময় আরফান প্রতিবাদ করতে গেলে আদম সহ তার ছোটভাই কদম আদমের স্ত্রী কদম বাঁশ, লাঠি ও ইট দিয়ে আরফানকে আঘাত করে। এতে আরফানের গোপনাঙ্গে মারাত্মক ভাবে আঘাত পায়।

পরে আরফানের পরিবার তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। কর্তব্যরত চিকিৎসক চিকিৎসা দিলেও তার অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

আহতর পরিবারের লোকজন গাংনী থানায় অভিযোগ করবেন বলে সাংবাদিকদের জানান।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান এ বিষয়ে এখনও কেউ অভিযোগ করেনি তবে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

- গাংনী প্রতিনিধি

গাংনীতে সড়ক দূর্ঘটনায় সাংবাদিক আহত

মেহেরপুরের গাংনী-কুষ্টিয়া সড়কের চোখতোলা নামক স্থানে সড়ক দূর্ঘটনায় দৈনিক সময়ের কাগজ ও চ্যানেল ফোর টিভির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি সাংবাদিক এম এ লিংকন ও তার সহকারি এম এন পাভেল মারাত্মক আহত হয়েছে।

শনিবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে পেশাগত কাজ শেষে বামন্দী থেকে গাংনী ফেরার পথে চোখতোলা নামক স্থানে দূর্ঘটনার কবলে পড়ে।

আহত সাংবাদিক এম এ লিংকন জানান, বামন্দী থেকে স্বাভাবিক গতিতে মটরসাইকেল যোগে পেশাগত কাজ শেষ করে গাংনীর দিকে ফিরছিলাম এমন সময় চোখতোলা নামক স্থানে একটি ছাগল মটরসাইকেল এর সামনে এসে পড়লে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যায়।

এতে তাদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হয়।
পরে প্রত্যক্ষদর্শীদের সহায়তায় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। বর্তমানে তারা সেখানে ভর্তি রয়েছে।

- গাংনী প্রতিনিধি

গাংনীতে দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাজার মনিটরিং

সারাদেশের মতো দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে মেহেরপুরের গাংনী পৌর শহরের সবজি ও পাইকারি বাজারে মনিটরিং করেছে গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

শনিবার বেলা সাড়ে তিনটার সময় চেয়ারম্যান এম এ খালেক সহ গাংনী অফিসার ইনচার্জ ওবাইদুর রহমান, পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম, পৌর কাউন্সিলর নবিরুদ্দিন, মিজানুর রহমান, বাজার কমিটির সভাপতি মাহাবুবুর রহমান স্বপন, সাধারণ সম্পাদক বজলুর রহমান বুলু সহ বাজার নিয়ন্ত্রণ কমিটির সদস্য ও স্থানীয় জনগণ উপস্থিৎ ছিলেন।

উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক পেঁয়াজের বাজার নিয়ন্ত্রণের লক্ষে ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে বলেন কিছু অসাধূ ব্যবসায়ী বিশেষ করে পেঁয়াজের বাজার অস্থিতিশীল করে তুলেছে। তাই এরপর থেকে বেশি দামে পেয়াজ ক্রয় করবেন না এবং বাজারজাত করবেন না।

যাতে করে অসাধু ব্যবসায়ীরা কোন প্রকার সিন্ডিকেট সৃষ্টি করে বাজার অস্থিতিশীল করে তুলতে না পারে।

পরে তিনি গাংনী পাইকারি কাচা বাজারে যান এবং সেখানেও তিনি ব্যবসায়ীদের বেশি দামে পেঁয়াজ এমনকি অন্যান্য সবজি বাজার জাত না করার জন্য বলে দেন।

বিশেষ করে পেঁয়াজের উপর তিনি কড়া হুশিয়ারি দিয়ে বলেন কোন প্রকার কারসাজি ধরা পড়লে সেই ব্যবসায়ীকে আইনের আওতায় আনা হবে।

চেয়ারম্যান এম এ খালেক এর কথায় সকলে একমত হন এবং তার সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানান।

- গাংনী প্রতিনিধি